সংবাদ

তারিখ 20 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

এইচএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে শিক্ষকদের বাণিজ্য

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুরে কলেজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এ টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতোমধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ও ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কেশবপুর কলেজ, কেশবপুর মহিলা কলেজ, কেশবপুর পাইলট কলেজিয়েট স্কুল ও পাঁজিয়া কলেজের পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা গত তিন দিন ধরে কেশবপুর কলেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব কলেজের বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও প্রযুক্তি, কৃষি শিক্ষা ও ভূগোল বিভাগের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী প্রতি এক'শ থেকে দুই'শ টাকা করে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকরা। ধার্যকৃত টাকা না দিলে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করানোসহ ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর না করারও হুমকি দেয়ার অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের এ অনৈতিক হুমকিতে অনেক গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিপাকে পড়তে হয়েছে। কেশবপুর কলেজ কেন্দ্রে গত তিন দিন ধরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে এভাবে শিক্ষকরা চাঁদাবাজি করে চললেও কর্তৃপক্ষ রয়েছেন নীরব। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, ফরম ফিলাপের সময় যাবতীয় টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এরপরও কেশবপুর পাইলট কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক আবু তালেব ভূগোল বিভাগের শিক্ষার্থী প্রতি দুইশ টাকা, আফরোজা বেগম কৃষি শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী প্রতি একশ টাকা, কেশবপুর কলেজের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষক তহমিনা খাতুন শিক্ষার্থী প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে একশ টাকা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নাজমুল হোসাইন শিক্ষার্থী প্রতি একশ টাকা করে আদায় করেছেন। এ টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে কেশবপুর পাইলট কলেজিয়েট স্কুল কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ নিয়ে অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষিকা আফরোজা বেগম টাকা আদায়ের কথা স্বীকার করে বলেন, তিনি বুটানীর শিক্ষক হওয়া সত্ত্বে তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কৃষি শিক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাইরের যে সমস্ত শিক্ষকরা আসেন তাদের আপ্যায়ন, যাতায়াতের জন্য এ টাকা নেয়া হচ্ছে। তবে সব শিক্ষার্থী টাকা দেয়নি। তাছাড়া শিক্ষকরা এ কাজ বাড়তি বলে মনে করে থাকেন বলেই টাকা নেয়া হয়ে থাকে। তবে কেশবপুর কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান এনায়েত হোসেন বলেন, টাকা নেয়ার প্রশ্নই আসে না। তারপরও কেউ যদি টাকা নেয় তার দায় তাকেই নিতে হবে। কেশবপুর কলেজের অধ্যক্ষ জামাল উদ্দীন চৌধুরী বলেন, ব্যবহারিক পরীক্ষায় টাকা নেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ কেউ করেনি। করলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।